MAY 29 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

গতকাল নগরীতে প্রশিকার বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল থেকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চেক প্রদান করেন বিশেষ অতিথি বেগম সম্পাদক নূরজাহান বেগম —ভোরের কাগজ

প্রশিকার সহমর্মিতা তহবিলের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

আজ যারা বৃত্তির চেক নিলেন তারাই একদিন দেশকে নেতৃত্ব দেবেন

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গরিব ও মেধাবী কয়েকশ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রশিকার বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল-এর ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। গতকাল বিকেলে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের ১০ হাজার কর্মীর বার্ষিক উৎসব ভাতার ১০ শতাংশ অর্থ দিয়ে এ বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল গঠন করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পর্যায়ের গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দুস্থ নারী-পুরুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজটি এ তহবিল থেকেই করা হয়।

বিকাশ ওঠো মানুষ মানুষের জন্য শীর্ষক কবিতা গীতি আলেখ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গীতি আলেখ্য শেষে প্রশিকার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব-উল-করিমের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এ পর্বে বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল-এর ভিত্তি ও তথ্য উপস্থাপন করেন সংস্থার কর্মকর্তা পারভীন মুশতারী। এরপর শুরু হয় ...ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চেক বিতরণ। ২৭১ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ...দের মধ্যে ২৭ লাখ ১০ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণ করেন ... অতিথিরা। চেক পাওয়ার পর শাহরিন আক্তার, শামসুন নাহার, নাসিরউদ্দিনসহ ...ছাত্রছাত্রী তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম সংবিধান প্রণেতা, ...বর্ধিতার কমিশনের সদস্য বিশিষ্ট আইনজীবী

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

আজ যারা বৃত্তির চেক নিলেন তারাই

● শেষের পাতার পর

ড. কামাল হোসেন। সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার প্রেসিডেন্ট ড. কাজী ফারুক আহমদ। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মঞ্জুর-এ-ইলাহি, সাপ্তাহিক বেগম-এর সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর সুলতানা এস জামান, বাংলাদেশ অবজারভার-এর সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, নিউ নেশন-এর সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বেবী মওদুদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. কামাল হোসেন প্রশিকার এ উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করে বলেন, অর্থের অভাবেই যে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না তা ঠিক নয়। এ জন্য অন্য অনেক কারণও দায়ী। তিনি বলেন, দেশের সবচাইতে বড়ো সম্পদ হলো মানবসম্পদ। এ সম্পদকে কাজে লাগানো গেলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কামাল হোসেন বলেন, দেশ আজ যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থা থেকে উন্নতি ঘটাতে হলে ঐক্যের প্রয়োজন। এজন্য সিভিল সমাজ, এনজিও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজে সহমর্মিতা, সহনশীলতা সৃষ্টি করা না গেলে দেশ ও জাতির কোনো উন্নতি আশা করা যাবে না।

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী ফারুক আহমদ বলেন, যারা আজকে বৃত্তির চেক নিলেন তারাই একদিন এ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবেন। দেশ গড়ায় কাজ করবেন। ভূমিকা রাখবেন। তিনি বলেন, তবে মানবসম্পদ তৈরি করতে অর্থই যথেষ্ট নয়। এজন্য দরকার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি।

নূরজাহান বেগম তার বক্তব্যে বলেন, বৃত্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিকা যে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে গেলো তা যেন অটুট থাকে। তিনি বলেন, প্রশিকা যদি সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পায় আমি নিশ্চিত সমাজসেবায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যেতে পারবে। কারণ ভালো কাজ করতে হলে যে সুনাম, সততা আর আন্তরিকতা দরকার প্রশিকার তা রয়েছে।

এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মঞ্জুর-এ-ইলাহী বলেন, আমরা যারা ব্যবসায়ী তাদের উচিত সমাজকে কিছু ফেরত দেওয়া; কিন্তু আমরা কি তা করছি— প্রশ্ন রাখেন তিনি। মঞ্জুর-এ-ইলাহী প্রশিকার বিশেষ সহমর্মিতা তহবিলে ৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন।

প্রফেসর সুলতানা এস জামান বলেন, আমাদের সমাজে দানশীল ব্যক্তির সংখ্যা হাতে গোনা। প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন করতে গিয়ে আমি অনেকের কাছে গিয়েছি। কিন্তু কেউ সাহায্যের হাত বাড়াননি। এজন্য বাধ্য হয়ে বিদেশী সাহায্য নিয়েছি।

ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, মঞ্জুর-এ-ইলাহীর মতো ধনী ব্যক্তিরা এগিয়ে এলে আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। তিনি বলেন, আমরা যারা সংবাদপত্রে কাজ করি তারা তো এ ধরনের অনুদান দিতে পারবো না। তবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ আহ্বান সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারবো।